SHATABDIR KOLKATA

শতাব্দীর কলকাতা

A Fortnightly Bengali Newspaper • বর্ষ-১১, সংখ্যা-৩ • ১ জুন ২০২৬ • Vol-11, Issue-3; 1 June 2026 • মূল্য- ১টাকা

ফ্রি টিকিট

শুরু হলো মহিলাদের জন্য বিনামূল্যে বাস পরিষেবা। সংকল্প পত্রের ঘোষণা অনুযায়ী মহিলাদের বাসে উঠে টিকিট স্লিপ দিলেন রাজ্য বিজেপির সাধারণ সম্পাদক শশী অগ্নিহোত্রী।

তোমরা মাওবাদী, কথা বলবো না তোমাদের সাথে

সঞ্জীব চাকী

৭ জুন ২০১৩। দীর্ঘ এক যুগ হয়ে গেলো অর্থাৎ ১৪ বছর হবে ৭ জুন দিনটি আসলে। মধ্যমগ্রামের থেকে একটু দূরেই হাড়োয়া বিধানসভার মধ্যে পরে কামদুনি গ্রাম। এই গ্রামের কলেজ ছাত্রীকে ধর্ষণ করে খুনের ঘটনায় রাজ্য তথা সারা দেশে কামদুনি গ্রামের নাম ছড়িয়ে পরে। বৃষ্টির দুপুরে কামদুনি গ্রামে ঢোকার কিছুটা দূরে একটি পরিত্যক্ত ঘেরা জায়গায় ডেকে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে মেরে ফেলে আনসার আলী সহ ১৩ জন। ওই ছাত্রী বাড়ি না আশায় তাকে খুঁজতে বেরোয় তার বাড়ির লোকেরা। পরবর্তীতে তাঁকে খুঁজে পাওয়া যায় ঘেরা পাঁচিলের পিছনে মৃত অবস্থায়। পুলিশ আসলে গ্রামের লোকেরা ধর্ষকদের পুলিশের হাতে তুলে দেয়। এর পরের দিন শুরু হয় আন্দোলন দোষীদের শাস্তির দাবিতে। পরিবার ও গ্রামবাসীদের দাবি ছিল ধর্ষকদের ফাঁসি চাই। শুরু হয় রাজনীতি। সেই সময় মাঠে নাবেন বিষয়টিকে ধামাচাপা দেওয়ার জন্য তৎকালীন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। পরিবারের সাথে কথা বলে তাদের সবাইকে মা বাদে চাকরি দেয়। ওই এলাকায় সবাইকে রেশন পাওয়ার ব্যবস্থা, ওই এলাকার ক্লাব গুলোকে টাকা এবং রাজারহাট থেকে কামদুনি গ্রাম হয়ে বারাসত মৎস আড়ৎ পর্যন্ত ম্যাজিক গাড়ির ব্যবস্থা করে। এর কয়েকদিন পর তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কামদুনি গ্রামে আসেন পরিবারের সাথে কথা বলতে। যাওয়ার সময় কামদুনি গ্রামে টুম্পা কোয়েল নামে গ্রামের একটি মেয়ে বলে দিদি আপনার সাথে কথা বলতে চাই। মমতা ওই কথা শুনে তাঁকে বলে তোমরা মাওবাদী তোমাদের সাথে কথা বলবো না। বলে ওই খান থেকে চলে যায় মমতা। এর পরেই গ্রামের মানুষ ক্ষিপ্ত হয়ে যায়। দীর্ঘদিন চলে এই আন্দোলন। আজ মৃত ছাত্রীর পরিবার গ্রামের বাইরে। পরিবারের সবাই এখন ব্যস্ত নিজ নিজ কাজে। কামদুনি গ্রাম গ্রাম ঘুরে দেখা গেল প্রাইমারি স্কুলটি জড়াজীর্ণ অবস্থায় চলছে। আম্বেদকরের নামে যে আপারপ্রাইমারি স্কুলটি বন্ধ। রাস্তায় ভালো আলো নেই। কামদুনি মোড়ের থেকে বিডিও অফিস পর্যন্ত রাস্তার অবস্থা ভালো নয়। বর্তমানে ভারতীয় জনতা পার্টির হাড়োয়া মন্ডল ৩ এর সভাপতি ভাস্কর মণ্ডল বলেন, আমি কামদুনি আন্দোলনের একজন প্রতিবাদী মুখ। সেই সময় থেকে মৃত ছাত্রী ও গ্রামের উন্নয়নের জন্য লড়াই করছি। তৃণমূল এত দিনে গ্রামের কোনো উন্নয়ন করেনি। আমরা সরকারে এসেছি এবার উন্নয়নের পথে যাবো। গ্রামবাসীরা অপেক্ষায় তাদের গ্রামের উন্নয়ন হবে এবার।

বারাসতে দুর্নীতিগ্রস্ত পুরপ্রতিনিধিরা ভয়ে আছেন!

তাপসকুমার সরকার

২০২৬ ফের পরিবর্তনের বছর বলা যায়। এই পরিবর্তন সাময়িক ভাবে মানুষের মনে একটা স্বস্তির বার্তা বয়ে এনেছে। কেন বাংলার মানুষ বিজেপিকে কুলোর বাতাস দিয়ে নিয়ে এলো? এর মূলে রয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসের ছোট, মাঝারি, বড় সব ধরনের নেতাকর্মীদের লাগামছাড়া দুর্নীতি, তোলাবাজি থেকে শুরু করে বেপরোয়া অহঙ্কার! সময় ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি পরিবর্তনশীল এটাই তৃণমূল কংগ্রেসের বহু নেতাকর্মীরা ভুলে গিয়েছিলেন।

উত্তর ২৪ পরগনার বারাসত জেলা সদরের উন্নয়ন যত না হয়েছে, তোলাবাজি, কাটমানি, মানুষের সঙ্গে দুর্ব্যবহার যেভাবে দিনের পর দিন করা হচ্ছিল নাগরিক সমাজ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন। বারাসতের ৩৫ টি ওয়ার্ডের মধ্যে গোটা পাঁচেক ওয়ার্ড বাদ দিলে বাকি ওয়ার্ডের পুরপ্রতিনিধিদের দিকে তীক্ষ্ণ নজর রেখেছেন নতুন সরকারের নবনির্বাচিত প্রতিনিধি। যতদূর খবর পাচ্ছি পুরপ্রতিনিধিদের একটি তালিকাও প্রস্তুত করা হচ্ছে। সেই তালিকায় রয়েছেন নানান অভিযোগে অভিযুক্ত পুরপ্রতিনিধিদের নাম। বারাসতের নবনির্বাচিত বিধায়ক শঙ্কর চ্যাটার্জি বেশ গুছিয়ে কাজ করতে চাইছেন। যে যে জায়গায় ব্যাপকভাবে দুর্নীতি হয়েছে সেগুলিকে শনাক্ত করে ব্যবস্থা নিতে চাইছেন। ইতিমধ্যে বারাসত পুরসভায় তিনি কয়েকবার পরিদর্শন করে যেটা বুঝেছেন, 'দুর্নীতির মামার বাড়ি' নাকি এই সদন। সরকার পরিবর্তন হতেই বহু পুরপ্রতিনিধি গা-ঢাকা দিয়েছেন। স্বাভাবিকভাবেই একটি প্রশ্ন তুলছেন নতুন বিধায়ক, 'আপনি যদি স্বচ্ছভাবে কাজ করে থাকেন তাহলে পালিয়ে আছেন কেন? সাধারণ মানুষের জন্য কাজ করেছেন, মানুষ তো আপনাদের মাথায় তুলে রাখবেন তাই না? ' শঙ্কর চ্যাটার্জির এই যুক্তিসঙ্গত প্রশ্নের উত্তর কি হবে সেটা তো আর বলে দিতে হবে না। তার মানে যে সব কাউন্সিলররা পালিয়ে বেড়াচ্ছেন তাঁরা নিজেরাও জানেন তাঁরা দোষ করেছেন। তা না হলে পালিয়ে বেড়াবেন কেন? নতুন বিধায়ক শঙ্কর চ্যাটার্জি ইতিমধ্যে পুরসভার বিভিন্ন দুর্নীতি নিয়ে নাকি সিবিআই তদন্তের দাবি করেছেন? তার মানে দুর্নীতি কোন পর্যায়ে গিয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। যদিও বারাসত পুরসভার পুরপ্রধান সুনীল মুখার্জি জানিয়েছেন, 'দুর্নীতি হলে তদন্ত হোক। বারাসতে বহু পুকুর ভরাটের অভিযোগে এফআইআর করা হয়েছে। সম্প্রতি ৩ নম্বর ওয়ার্ডের মালঞ্চ রোড মালির বাগানের একটি পুকুর ভরাট নিয়ে কয়েকদিন আগে এফআইআর করা হয়েছে। ' পুকুর ভরাট নিয়ে ৩ নম্বর ওয়ার্ডের বিজেপি নেতা আবীর আম্বলি ও সঞ্জয় ঘোষ জানিয়েছেন, 'পাড়ার লোকেরা সম্মিলিতভাবে পুকুর ভরাট বন্ধ করেছেন। তৃণমূল আমলে বেপরোয়াভাবে বেআইনিভাবে বিল্ডিং তৈরি, পুকুর ভরাট করা হয়েছে। '

মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানিয়েছেন, 'শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং মন্দিরের এক কিলোমিটারের মধ্যে কোনও মদের দোকানের লাইসেন্স আর দেওয়া হবে না।

এরপর ২ পাতায়...

প্রশাসনিক বৈঠকে কড়া বার্তা

নিজস্ব সংবাদদাতা: কল্যাণীর প্রশাসনিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর কড়া বার্তার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই উত্তর ২৪ পরগনায় সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট, নিকাশি ও খাল সংস্কার নিয়ে তৎপরতা বাড়াল প্রশাসন। বারাসতের জেলাশাসকের দফতরে জেলার পুরসভাগুলির পুরপ্রধান, আধিকারিক ও বিধায়কদের নিয়ে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক হয়। জেলা প্রশাসন সূত্রে খবর, মূলত অচল হয়ে পড়ে থাকা সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প, ড্রেনেজ সমস্যার সমাধান এবং বর্ষার আগে জরুরি প্রস্তুতি নিয়েই এদিন বিস্তারিত আলোচনা হয়। বহু প্রকল্পে কোটি কোটি টাকা খরচ হলেও কাজ পুরোপুরি চালু হয়নি বলেও বৈঠকে উঠে আসে। বৈঠকের পর বিধায়ক অর্জুন সিং বলেন, মুখ্যমন্ত্রী বিশেষভাবে জেলাশাসকদের নির্দেশ দিয়েছেন কোথায় কী সমস্যা রয়েছে তা খতিয়ে দেখতে। সেই কারণে কেএমডিএ, সিএমডিএ, সুডা-সহ একাধিক দফতরকে নিয়ে সমন্বয়ের মাধ্যমে কাজ এগোনোর সিদ্ধান্ত হয়েছে। তাঁর দাবি, সরকারি ব্যবস্থার বিভিন্ন দফতরের মধ্যে কার্যত কোনও সমন্বয় না থাকাতেই বহু প্রকল্প আটকে রয়েছে।

বর্ষার আগে সব সমস্যার স্থায়ী সমাধান সম্ভব নয় বলেও ইঙ্গিত দেন তিনি। অর্জুন সিংয়ের কথায়, "টেম্পোরারি কিছু অ্যাডজাস্টমেন্ট করার চেষ্টা হচ্ছে। ২৫ শতাংশও যদি উন্নতি করতে পারি, সেটাও বড় ব্যাপার।" প্রশাসনিক সূত্রের দাবি, বর্ষার আগে জল জমা ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিয়ে যাতে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে না যায়, সেই লক্ষ্যেই এখন দ্রুত সমন্বিত পদক্ষেপে জোর দেওয়া হচ্ছে।

নতুন মন্ত্রীসভা

১৩ পূর্ণমন্ত্রী— তাপস রায়, দীপক বর্মণ, অর্জুন সিংহ, জগন্নাথ চট্টাপাধ্যায়, স্বপন দাশগুপ্ত, কল্যাণ চক্রবর্তী, শ্বারদ্বত মুখোপাধ্যায়, দুধকুমার মণ্ডল, অজয় কুমার পোদ্দার, শঙ্কর ঘোষ, অরূপ কুমার দাস, গৌরীশঙ্কর ঘোষ, মনোজ কুমার ওঁরাও

৩ স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী— ইন্দ্রনীল খাঁ, মালতী রাভা রায় এবং রাজেশ মাহাতো

১৯ প্রতিমন্ত্রী— জুয়েল মুর্মু, অশোক দিন্দা, উমেশ রাই, কৌশিক চৌধুরী, কলিতা মাজি, মৌমিতা বিশ্বাস মিশ্র, গার্গী ঘোষ দাস, দীপঙ্কর জানা, পূর্ণিমা চক্রবর্তী, হরিকৃষ্ণ বেরা, আনন্দময় বর্মণ, শান্তনু প্রামাণিক, অমিয় কিস্কু, বিরাজ বিশ্বাস, ভাস্কর ভট্টাচার্য, দিবাকর ঘরামী, সুমনা সরকার, বিশাল লামা, নদের চাঁদ বাউড়ি

নেতা হতে গেলে গাড়ির ছাদে নয়, রাজপথে হাঁটতে হয়

দীপঙ্কর নাগ

যে ঔদ্ধত্ব আর ফাঁকা আস্ফালন করেছেন। বোধহয় এটাই তার পরিণতি। তবুও যা হয়েছে এটা রাজ্য রাজনীতিতে বাজে উদাহরণ হয়ে থাকবে। এতো জনরোষ আগে বুঝতে পারেন নি। এতোদিন তাহলে কাদের নিয়ে রাজনীতি করতেন! সব স্তাবক আর ধান্দাবাজ? জোর করে নেওয়া ভোটকে জন সমর্থন বলে মনে করলে এটাই হয়। বিজেপির জাতীয় সভাপতি, কেন্দ্রীয় নেতা, মন্ত্রীদের কনভয়ে দলের লোক লেলিয়ে দেওয়ার মতো ঘটনাও অনেক আছে। আপনারাও যখন অন্য দলের রাজ্য ও কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে জেলায় জেলায় আক্রান্ত ও হেনস্থা করতেন, তখনও এক ভাবে সমর্থন করিনি। খবর এবং প্রতিবাদ দুটোই করেছি। তবে এই সংস্কৃতি বাংলায় ছিল না। আপনারা আমদানি করেছেন। যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন তার ফল কি হয় দেখুন। এর পর তৃণমূলের নীচুতলার কর্মী -নেতাদের ভরসা দেবেন কিভাবে? আপনার পর চন্ডীতলায় কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। রিজওয়ানুর থেকে সিঙ্গুর আন্দোলনে ওনার সঙ্গে বহু স্মৃতি আছে আমার। অসংখ্যবার তারা নিউজ চ্যানেলে গেস্ট হয়ে এসেছেন। ত্রিপুরার গ্রাম -শহরের নির্বাচনের দিন পার্লামেন্ট থেকে গৃহমন্ত্রীর দরজায় তৃণমূল সাংসদের ধর্নায় খবর করতে গিয়ে অনেকক্ষণ

সিপিএমের গোপাল গায়েন ২০০৯ সালের ২৬ মে হিঙ্গলগঞ্জ।

তৃণমূল কংগ্রেসের অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৩০ মে ২০২৬ সোনারপুর।

কথা বলার সুযোগ হয়েছিল। কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় সেদিন বেশ কিছু কথা বলেছিলেন। কিন্তু যেদিন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে তুই তোকারি করলেন - ভালো লাগেনি।

আপনি যাওয়ার পর সোনারপুরের ওই এলাকার সাধারণ মানুষের কথা শুনেছেন নিশ্চিত। ভাবুন। এখন থেকে ভাবা প্র্যাকটিশ করুন। অন্য দলের প্রাক্তন জনপ্রতিনিধিদের প্রশাসনের দোরগোড়ায় দাঁড় করিয়ে পুলিশকে সাক্ষী রেখে মুখে কালি মেখে, রক্তাক্ত করে, কান ধরে ওঠবস করিয়ে হেনস্থা করেছেন। এই তো সেদিন আপনার দলের এক কাউন্সিলর প্রবীণ একজন বাম নেতাকে প্রকাশ্য দিবালোকে মারধোর করলেন। বালুরঘাটে আপনাদের নেত্রী, প্রাক্তন মন্ত্রীর পুত্রবধূ আদিবাসী মহিলাদের নাকখত দিতে বাধ্য করালেন - ঠিক হয়েছিল কি! ওই দৃশ্যগুলোও কদর্য ছিল। সাংসদ খগেন মুর্মুও রক্তাক্ত হয়েছিলেন। বাম এবং বিজেপি দুই দলের থেকে একাধিকবার নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি। ত্রাণ দিতে গিয়েছিলেন। রাজনৈতিক সভা বা প্রচার নয়। বিরাট পুলিশ বাহিনী নিয়ে গাড়ির ছাদে উঠে যা বলতেন, তা বলার আগে যদি একটু মাটিতে নেমে বলতেন তবে হয়তো এটা দেখতে হতো না।

দুটো ঘটনা মনে করাই - একটা উত্তর চব্বিশ পরগনার হিঙ্গলগঞ্জের। ২০০৬ সালে আপনার দলের প্রার্থী দেবেশ মন্ডলকে ১২ হাজার ৭৩ ভোটে হারিয়ে বিধায়ক হয়েছিলেন সিপিএমের গোপাল গায়েন। ২০০৯ সালের ২১ মে ভয়ঙ্কর আয়লা ঝড়ে বিধ্বস্ত সুন্দরবনের প্রান্তিক মানুষ। চারদিন বাদে ২৬ মে আমবেড়িয়া গ্রামে ত্রাণের কাজ দেখতে গিয়েছিলেন। প্রবীণ একজন মানুষ, বিধায়ক। তারপরেও তাঁকে ঘিরে ধরে হেনস্থা করেছিল আপনার তৃণমূল দলের লোকেরা

এরপর ২ পাতায়...

শতাব্দীর
কলকাতা

সম্পাদকীয়

১৭ জৈষ্ঠ্য- ১৪৩৩
১ জুন ২০২৬

ধীরে ব্যাটিং করাই ভালো

বাংলায় নতুন পদ্মের সরকার হয়েছে। এখনও একমাস পূর্ণ হয়নি নতুন সরকারের। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী তার মন্ত্রীসভার সদস্যদের নিয়ে ঝড়ের গতিতে ছয় চার হাঁকাছে একের পর এক। রাজ্যে বিভিন্ন প্রকল্পের নয়া সূচনা চলেছে রাজ্য সরকার। প্রত্যেকটি প্রকল্পই ভালো। বর্তমানে একটি বিশেষ প্রকল্প যেমন অন্নপূর্ণা ভান্ডার মহিলাদের কাছে বিভ্রান্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে বারো পাতার ফর্মের জন্য। অন্যদিকে রাজ্য সরকারের সঠিক সিদ্ধান্ত হেলমেট বিহীন মটরসাইকেল সওয়ারিকে পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা। আর এর ফলে টনক নড়েছে জনগণের মধ্যে। আরেকটি হল নেশার দ্রব্য যেমন গুটকার ও খৈনির পিক বা থুতু রাস্তায় যেখানে সেখানে ফেলা যাবে না নয়া নির্দেশিকা জারি করেছে। রাজ্য সরকারের জনমুখী সিদ্ধান্তকে জনসাধারণ বাহবা জানাচ্ছে। বলার একটা কথাই যে এই উন্নয়নের ঝড়ও ব্যাটিং যদি ধীরে খেলা যায় তাহলে ভালো সরকারের পক্ষে। কারণ এটা ওয়ানডে নয় টেস্ট ম্যাচ মনে করে ধীরে ধীরে ছয় চার মারলে উন্নয়নের খেলাটা আরও চালিয়ে নিয়ে যাওয়া সহজ হবে রাজ্য সরকারের।

জেলা সভাপতি তাপস চ্যাটার্জি

নিজস্ব সংবাদদাতা: তৃণমূল কংগ্রেসের বারাসত সাংগঠনিক জেলার নতুন সভাপতির দায়িত্ব পেয়েছেন রাজারহাট নিউটাউন এর প্রাক্তন বিধায়ক তাপস চ্যাটার্জি। দায়িত্ব পাওয়ার পরই দলীয় কাজ শুরু করে দিয়েছেন তিনি। তিনি জানান, মধ্যমগ্রামের বিধায়ক রথীন ঘোষ, জেলা সভাধিপতি নারায়ণ গোস্বামী, প্রাক্তন মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের সঙ্গে কথা হয়েছে। পূর্ববর্তী সভাপতি তথা বারাসতের সাংসদ ডাঃ কাকলি ঘোষ দস্তিদারের সঙ্গে কথা হয়েছে। তিনি সবরকম সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছেন। এছাড়া বারাসত সাংগঠনিক জেলায় দলে সকল পদাধিকারী,শাখা সংগঠনের পদাধিকারীদের সঙ্গেও কথা বলবো। সকলকে নিয়ে ছোট ছোট করে কর্মীসভা করে কর্মীদের মনোবল বাড়াতে হবে। যারা আক্রান্ত, যাদের বিরুদ্ধে মামলা দেওয়া হচ্ছে তাদের ও তাদের পরিবারের পাশে দাঁড়াতে হবে। সেই কাজ আমরা খুব তাড়াতাড়ি করবো। সেইসঙ্গে বর্তমান পরিস্থিতি, দ্রব্যমূল্য, পেট্রোল, ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে আমরা সকল কর্মী সমর্থকদের নিয়ে রাস্তায় নামবো। প্রতিবাদ কর্মসূচি গ্রহন করবো। যে ভাবে মিথ্যা অভিযোগ দিয়ে আমাদের কর্মীদের জেলে ভরা হচ্ছে তাতে আমরা তাদের আইনি সাহায্য দেওয়ার পাশাপাশি থানায় থানায় বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করবো। প্রয়োজনে সকলকে নিয়ে জেল ভরো কর্মসূচি পালন করবো। সেক্ষেত্রে দলের সকলকে জেলে ভরে দেখাক বর্তমান সরকার। এক কথায় দলের কর্মীদের মনোবল বাড়িয়ে আমরা আবার রাস্তায় নামবো। প্রতিবাদ প্রতিরোধ কর্মসূচি চালু হবে দলের নির্দেশ মেনেই। যেহেতু আমি একেবারে নতুন তাই কয়েকটা দিন সময় লাগবে।

রবীন্দ্র ও নজরুল একজন বিশ্বকবি অন্যজন বিদ্রোহী কবি

পার্থসারথি ভট্টাচার্য

বাংলা সাহিত্যের দুই প্রধান স্তম্ভ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কাজী নজরুল ইসলাম। একজন বিশ্বকবি আর একজন বিদ্রোহী কবি। এই দুই বিশেষণেই এঁরা ভূষিত।

বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ যা দিয়ে গেছেন তা চির প্রাসঙ্গিক হয়ে থাকবে। তাঁর কলম চলেছে আবাল বৃদ্ধ বণিতার জন্য। কলকাতার জোড়াসাঁকোয় ইংরেজি ১৮৬১ সালে(বাংলার ২৫ বৈশাখ) তাঁর আবির্ভাব। তিরোধান ১৯৪১ সাল। অর্থাৎ এই ৮০ বৎসর কাল জীবদ্দশায় তিনি যা সৃষ্টি করে গেছেন তা এককথায় বিস্ময়ের। প্রজন্মের পর প্রজন্ম শুধু ভেবেই যাবেন কিভাবে এটা সম্ভব হয়েছে? কবিতা, গল্প, উপন্যাস নাটক যা রচনা করে গেছেন তা যুগের পর যুগ সবাইকে গ্রহণ করতে হবে, এর থেকে এড়িয়ে যাওয়া অসম্ভব।

আর অন্যদিকে কাজী নজরুল ইসলাম, অধুনা পশ্চিমবর্ধমান জেলার চুরুলিয়া গ্রামে ১৮৯৯ সালে ২৪ মে তিনি জন্মগ্রহণ করে ১৯৭৬ সালে বাংলাদেশের ঢাকায় তিনি প্রয়াত হন। তখন তাঁর কোনো স্বাভাবিকত্ব ছিল না। কাউকে চিনতে পারতেন না। ৭৭ বৎসরের জীবদ্দশায় তিনি যদি সুস্থ থাকতেন তাহলে আমরা হয়তো আরও অনেক কিছু পেতাম। ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাসে সেটা আর সম্ভব হয়নি। জীবনে অনেক লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, যন্ত্রনা ও অপমান তাঁকে সহ্য করতে হয়েছে। অগ্নিবীণা, বিষের বাঁশি এমন আরও কিছু সৃষ্টি আমাদের নাড়া দিয়ে যায়। ছোট থেকেই তাঁর পথ ছিল কণ্টকাকীর্ণ। কখনো মাংসের দোকানে কাজ আবার সেনাবাহিনীতে কাজ করে তাঁকে সব দায়িত্ব নিতে হয়েছে। তাঁর উজ্জ্বল বংশলতিকা। যাদের আমরা সবাইকে চিনি। কাজী সব্যসাচী, কাজী অনিরুদ্ধ, কাজী অরিন্দম স্বমহিমায় উদ্ভাসিত।

উল্লেখ্য, নদিয়া জেলার কৃষ্ণনগরে বিশশতকে প্রায় আড়াই বৎসর কাল তিনি অবস্থান করেছিলেন। যেটি বর্তমানে হেরিটেজ মর্যাদা পেয়েছে। পাওয়ার সাপ্লাইয়ের ভিতরে ঐতিহাসিক "গ্রেস কটেজ "। এখানেই নজরুল বিখ্যাত উপন্যাস " মৃত্যুক্ষুধা" রচনা করেন। সব থেকে দুঃখের বিষয়ে এই বাসভবনেই তাঁর পুত্র বুলবুলের অকাল প্রয়াণ হয়। কবি তখন দিশাহারা। কি করবেন? একপ্রকার কপর্দকশূন্য। পুত্রের দাফন খরচ বহন করা দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছে। কতটা মর্মান্তিক এর জন্য এই শোকগ্রস্ত অবস্থায় তাঁকে কিছু টাকার জন্য এক প্রকাশককে লেখা পাঠাতে হয়। সেই লেখা যা আজও অমর হয়ে আছে।

" বাগিচায় বুলবুলি তুই"

আমরা একটু লক্ষ্য করলে দেখতে পাবো রবীন্দ্রনাথের জীবনেও কম যন্ত্রনা যায়নি। স্ত্রীর অকাল মৃত্যু, পুত্রের মৃত্যু তাঁকে সব সহ্য করে যেতে হয়েছে। অনেকে মন্তব্য করে থাকেন রবীন্দ্রনাথ জমিদার বংশের মানুষ ছিলেন। কোনো চিন্তা করতে হতো না। এত লেখা তিনি তো লিখতেই পারেন। সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা। তাঁকেও জমিদারি সামলানো থেকে শুরু করে, সব কিছু সামলিয়ে তাঁর এই রচনার সাম্রাজ্য তৈরী হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের ক্ষেত্রে সমান বিষয় যেটা - ঘাত প্রতিঘাত সামলে অনেক লড়াই করে তাঁরা চিরজীবন কিংবদন্তী হয়ে থাকবেন।

রবীন্দ্রসংগীত ও নজরুলগীতি আজও সংগীত শিল্পীদের কাছে প্রাসঙ্গিক এবং চির প্রাসঙ্গিক হয়ে থাকবে।

বারাসতে দুর্নীতিগ্রস্ত পুরপ্রতিনিধিরা ভয়ে...

১ পাতার পর...

'তৃণমূল সরকার পাড়ার মোড়ে মোড়ে মদের দোকানের লাইসেন্স দিয়েছে। এখন যেসব মদের দোকান শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং মন্দিরের এক কিলোমিটারের মধ্যে আছে সেগুলি কবে তুলে দেওয়া হবে? এই নিয়ে নাগরিকদের মধ্যে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। বারাসতকে নতুন করে সাজানোর জন্য নতুন বিধায়ক শঙ্কর চ্যাটার্জি ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটি পদক্ষেপও নিতে চলেছেন। বারাসতের কলোনী মোড়, চাঁপাডালি, ডাকবাংলো, হেলাবটতলা, হরিতলা, বড়বাজার, কেএনসি রোডের উপর যেভাবে হকার থেকে অটো, টোটো ফুটপাত দখল করে আছে সেব্যাপারে খুব শীঘ্রই একটা সিদ্ধান্ত নিতে চলেছেন। তবে হকারদের পুনর্বাসন দেওয়ার ব্যাপারটাও ভাবা হচ্ছে। বেশ কয়েকটি মদের দোকান বন্ধ করার দাবিও জানিয়েছেন এলাকাবাসী। কারণ, একেবারে পাড়ার মুখে সেই সব দোকানগুলি সাধারণ মানুষকে প্রতিনিয়ত বিড়ম্বনার মধ্যে ফেলছে।

তবে তৃণমূল কংগ্রেসের দুর্নীতিগ্রস্ত পুরপ্রতিনিধি, নেতাকর্মীরা বেশ ভয়ের মধ্যে আছেন। জনরোষ কখন কার উপর বর্ষিত হবে বলাটা বেশ কঠিন। মানুষ খুব ক্ষুব্ধ হয়ে আছেন। কোন পুরপ্রতিনিধি কোথায় কোন সম্পদ করেছেন, কিভাবে সেটা করলেন সেগুলি নিয়ে এখন জোর চর্চা চলছে। বারাসত পুরসভার নিয়োগ নিয়েও অনেক অভিযোগ উঠেছে। কোন পুরপ্রতিনিধি ওয়ার্ডে কত পুকুর বিগত ১৫ বছরে ভরাট করা হয়েছে সেই তথ্যও জোগাড় করছেন বিধায়ক শঙ্কর চ্যাটার্জি। ফলে তৃণমূল কংগ্রেসের বহু নেতাকর্মী এবং কাউন্সিলরদের কপালে শনি নাচছে একথা বলা যায়। পুরসভার পুরপ্রধান সুনীল মুখার্জি জানান, 'চাঁপাডালিতে তৃণমূলের যে পার্টি অফিস ছিল সেটা গত ৪ মের পর যাঁরা বিজেপি হয়েছে তাঁরাই আমার সামনে ভেঙে দিয়েছে। এঁরা সবাই তৃণমূল করতো। এখন এঁরাই রঙ বদলে ভাঙচুর করছে। বিজেপির ছেলেরা এসব করছে না। এখন দেখছি তৃণমূলই তৃণমূলের সবচেয়ে বড় শত্রু!

নেতা হতে গেলে গাড়ির ছাদে নয়, রাজপথে হাঁটতে হয়

১ পাতার পর...

গোটা গায়ে কাদা লেপে, মাথায় কচুরিপানা সহ জল ঢেলে টানতে টানতে জলকাদার মধ্যে নিয়ে ফেলে দিয়েছিলেন। তখনও আপনার দলের জেলার নেতা বলেছিলেন ত্রাণ না পেয়ে জনরোষ।

এরপরেও ২০১১ সালে হিঙ্গলগঞ্জে সিপিএমের আনন্দময় মন্ডল জিতেছিলেন। ২০১৬ আর ২০২১ পরপর দু'বার দেবেশ মন্ডলের জয়ের কারণ কি একটু খোঁজ নিন জানতে পারবেন। তখনও সন্দেশখালির ঘটনা ঘটে নি। রেখা পাত্রকে কেউ চিনতেন না। ২০০৯ সালে রাজ্যে আপনার দল ক্ষমতায় আসেন নি, আপনার তো প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু হিঙ্গলগঞ্জে দলের শক্তি বৃদ্ধি হয়েছিল। শুধু এলাকা দখলের জন্য নির্বাচিত প্রবীণ জনপ্রতিনিধির এই হাল করেছিলেন। এটা নিয়ে প্রকাশ্যে না হলেও অন্য একটা বিষয়ে ইন্টারভিউ করতে গিয়েছিলাম শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে। উনি ভীষণভাবে নিন্দা করেছিলেন। বীরভূমের ময়ূরেশ্বর বিধানসভার চারবারের বিধায়ক ধীরেন লেটের কথা মনে আছে? চারবারের বিধায়ক, জেলা পরিষদের সভাধিপতি ২০১৫ সালে তাঁর মাথা ফাটিয়ে কান ধরে ওঠবোস করিয়াছিলেন। বলতে বাধ্য করেছিলেন "জীবনে আর সিপিআইএম করবো না"। ধীরেন লেট এখনও সিপিএম করেন। ভোটের আগে একা সাইকেল নিয়ে ঝাণ্ডা লাগিয়ে দলের প্রার্থীর হয়ে প্রচার করেন। আর আপনাদের তারকা বিধায়ক রাজ চক্রবর্তীকে বারাকপুরে গণনার দিন কাঁদা ছুড়ে মারতেই বলে দিয়েছেন আর রাজনীতিতে নয়। কোচবিহারের ঘুঘুমারিতে আপনার দলের পঞ্চায়েতের নেতা মাইকে প্রচার করে ৪ জুন থেকে কাটমানির টাকা ফেরত দেবেন বলে প্রচার করছেন। মাথাভাঙায় এক নেতা দশ হাজার দিয়ে ফেরত শুরু করেছেন। সবে ১০০ দিনের কাজের কাটমানি পর্ব শুরু হয়েছে। এখনও চাকরির ঘুষ, আবাস যোজনার দুর্নীতির পর্ব সেইভাবে শুরুই হয়নি। মাল পুরসভার পুরপ্রধান স্বপন সাহা -র দুর্নীতির কথা ২০২২ সালে প্রমাণ সহ দিয়ে এসেছিলাম আপনার দলের বিধায়ক তথা মন্ত্রীকে। সৌরভ চক্রবর্তীর কাছে জেনে নেবেন। বাগুইআটি, যাদবপুর - বিভিন্ন জায়গা থেকে লোক জুটিয়ে (সময় আসলে নামও সামনে আসবে) আবাস যোজনার নামে একদিকে কাটমানি, অন্যদিকে কাজ পাইয়ে দেওয়ার নামে ওভারমানি বলে পুরো টাকাটাই মেরে দিয়েছেন। অপেক্ষা করুন দ্রুত সামনে আসবে। বলবেন স্বপন সাহাকে অনেক আগেই দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। কিন্তু যাঁদের টাকা গেলো, জেনেও তৎক্ষণাৎ তা ফেরানোর ব্যবস্থা করলেন না কেনো?

আপনাকে আইকন মনে করে তাই তিনবারের বিধায়ক অসিত মজুমদারকে সরিয়ে এবার দেবাংশুকে টিকিট দিয়েছিলেন। হুগলী জেলায় সিপিএমের সঙ্গে লড়াই করে দলটাকে কারা চিনিয়েছিল? আকবর আলি খোন্দকার, অসিত মজুমদার আর তপন দাশগুপ্তরা। জানেন সেইসব ইতিহাস। এখন কি সর্বভাতীয় কোন একটা পদে বসে পুরনোদের পাত্তাই দিতে চাইতেন না। রবিবার আপনার দলের তিনজন প্রাক্তন বিধায়ক পুলিশের হাতে গ্রেফতার হয়েছেন। তপন দাশগুপ্ত গরীবের ত্রাণের ত্রিপল রান্নাঘরে লুকিয়ে রেখে। প্রয়াগরাজে খোকন দাস হুমকি আর দুর্নীতির অভিযোগে। আর চুঁচুড়ার অসিত মজুমদার সোনারপুরে আপনার ওপর আক্রমণের প্রতিবাদে রাস্তা অবরোধ করে। দুটোর মধ্যে ফারাক আছে। লজ্জা আর মর্যাদার মধ্যে ব্যবধান যতটা ঠিক ততটা ফারাক। আপনার প্রাণের প্রিয় দেবাংশু কোথায়? ফেসবুকে বাতেলা করছে কি? দেখি নি...

আর সাংসদ রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়? কিছুদিন আগেও বলতেন নতুন চুঁচুড়া গড়বেন। দেখুন আবার মোদিজির হাত শক্ত করার কথা ভাবছেন কিনা!!!

বাম আমলে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী থাকাকালীন পঞ্চায়েত ভোটের প্রচারে গিয়ে খড়িবাড়িতে আক্রান্ত হয়েছিলেন কেন্দ্রীয় যোগাযোগ প্রতিমন্ত্রী তপন সিকদার ভালো মনে আছে এস বি -র কাছে পাঠানো খবর থানায় সময়মতো যায় নি । এই নিয়ে তোলপাড় হয়েছিল দোলতলা পুলিশ লাইন, মধ্যমগ্রাম তদন্ত কেন্দ্র, বারসত থানা । সাসপেন্ড হয়েছিলেন বেশ কয়েকজন।

তৃণমূলের কতজন সাংসদ এই মুহূর্তে বিজেপিতে গেলে দলত্যাগ আইনের আওতায় পড়বেন না। পনেরো বছর ধরে নানা দল ভেঙেছেন নানান কায়দায়। এবার ভাঙন দেখার পালা। ডাক না পেয়েই সব ছুটে পালাতে চাইছে।

এসবের পরেও বলবো ৫ অগস্টের পর বাংলাদেশের মতো মব কালচার কাম্য নয়। দোষীর আইনের মাধ্যমে কঠোর সাজা হলে মানুষ অনেক বেশি খুশি হবে ....

বাংলা অনেক নেতাকে দেখেছে। আরও দেখবে। নেতা হতে গেলে গাড়ির ছাদে নয় রাজপথে হাঁটতে হয়, মানুষের দাওয়ায় বসতে হয়।

(তারা নিউজ ও তারা নিউজ-এর এডিটর ইন চিফ দীপঙ্কর নাগের ফেসবুক ওয়াল থেকে)

নাম সংশোধন

আমি PARTHABRATA DEB, পিতা GOURPADA DEB, কন্যা - SHUVAMITA DEB, ঠিকানা- 823/A, বিবেকানন্দ নগর, মধ্যমগ্রাম, 700129, গত 05.05.2026 তারিখে জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ১স্ট ক্লাস বারাসত কোর্ট হইতে আমার কন্যা SHUVAMITA DEB এবং SHUVA MITA DEB একই ব্যক্তি রূপে পরিচিত হলো।

জামিন হল অধিকার, জেল হল ব্যতিক্রম

অনিল কুমার রায়
প্রাক্তন পুলিশকর্তা ও আইনজীবি

ভূমিকা: ফৌজদারি বিচারব্যবস্থার অন্যতম মৌলিক নীতি হল— "Bail is the Rule, Jail is the Exception" অর্থাৎ "জামিন হল অধিকার, জেল হল ব্যতিক্রম। " এই নীতির মূল উদ্দেশ্য হলো বিচারাধীন ব্যক্তির ব্যক্তিগত স্বাধীনতা রক্ষা করা এবং অপরাধ প্রমাণিত হওয়ার পূর্বে তাকে অযথা কারাগারে আবদ্ধ না রাখা।

ভারতের সংবিধান, ফৌজদারি আইন এবং বিভিন্ন আদালতের রায়ে এই নীতিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। একজন ব্যক্তি আদালতে দোষী সাব্যস্ত না হওয়া পর্যন্ত আইনত নির্দোষ বলে গণ্য হন। তাই তদন্ত বা বিচার চলাকালীন তাকে কারাগারে রাখা হবে কি না, সে বিষয়ে আদালত অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

সাংবিধানিক ভিত্তি: ভারতের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২১ অনুযায়ী — "কোনও ব্যক্তিকে আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত পদ্ধতি ব্যতীত তার জীবন বা ব্যক্তিগত স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। "

এই অনুচ্ছেদ ব্যক্তিগত স্বাধীনতার মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করে। আদালত বারবার বলেছেন যে, জামিন সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় অনুচ্ছেদ ২১-এর চেতনাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে।

জামিনের ধারণা: জামিন (Bail) হলো এমন একটি আইনি ব্যবস্থা যার মাধ্যমে গ্রেপ্তার বা আটক ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট শর্তসাপেক্ষে সাময়িকভাবে মুক্তি দেওয়া হয়, যাতে তিনি তদন্ত বা বিচার চলাকালীন স্বাধীনভাবে থাকতে পারেন এবং প্রয়োজন হলে আদালতে হাজির হন।

জামিনের উদ্দেশ্য হলো— অভিযুক্তের আদালতে উপস্থিতি নিশ্চিত করা। ব্যক্তিগত স্বাধীনতা রক্ষা করা। বিচার শেষ হওয়ার আগেই শাস্তি আরোপ এড়ানো। কারাগারের অতিরিক্ত ভিড় কমানো।

সুপ্রিম কোর্টের গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ: ১. State of Rajasthan v. Balchand (১৯৭৭)
বিভিন্ন মামলায় ভারতের সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্টভাবে বলেছিলেন — "The basic rule is bail, not Jail"

কখন জেল ব্যতিক্রম হিসেবে প্রযোজ্য?
নিম্নলিখিত পরিস্থিতিতে আদালত জামিন নাও দিতে পারেন— • অত্যন্ত গুরুতর অপরাধ। • সন্ত্রাসবাদ বা রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপ। • সাক্ষীকে ভয় দেখানোর সম্ভাবনা। • প্রমাণ লোপাটের আশঙ্কা। • পুনরায় অপরাধ সংঘটনের সম্ভাবনা। • পলাতক হওয়ার যথেষ্ট আশঙ্কা।

নতুন ভারতীয় আইন অনুযায়ী অবস্থান
বর্তমানে Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, ২০২৩-এ জামিন সংক্রান্ত বিধানগুলি ব্যক্তিগত স্বাধীনতা রক্ষার উদ্দেশ্যে প্রণীত হয়েছে।
BNSS-এর বিভিন্ন ধারায়— • জামিনযোগ্য অপরাধে জামিন পাওয়া অধিকারের পর্যায়ে। • দীর্ঘকাল বিচারাধীন অবস্থায় আটক থাকার বিরুদ্ধে সুরক্ষা রয়েছে। • অপ্রয়োজনীয় গ্রেপ্তার নিরুৎসাহিত করা হয়েছে।

বিচারাধীন বন্দি ও মানবাধিকার: ভারতের কারাগারগুলিতে বিপুল সংখ্যক বন্দি বিচারাধীন (Undertrial)। এদের অনেকেই এখনও অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হননি। অতএব— • বিচারাধীন বন্দিকে অপরাধী হিসেবে গণ্য করা যায় না। • অযথা আটক রাখা মানবাধিকারের পরিপন্থী। • দ্রুত বিচার ও যুক্তিসঙ্গত জামিন ন্যায়বিচারের অপরিহার্য অংশ।

আইনজীবীদের ভূমিকা: একজন আইনজীবীর কর্তব্য— • অভিযুক্তের সাংবিধানিক অধিকার রক্ষা করা। • আদালতের সামনে জামিনের পক্ষে যথাযথ যুক্তি উপস্থাপন করা। • তদন্তে সহযোগিতা ও আদালতে উপস্থিতির নিশ্চয়তা প্রদর্শন করা। • বিচারাধীন ব্যক্তির স্বাধীনতা রক্ষায় কার্যকর আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

উপসংহার: "জামিন হল অধিকার, জেল হল ব্যতিক্রম" কেবল একটি আইনি উক্তি নয়; এটি ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, মানবাধিকার এবং ন্যায়বিচারের মৌলিক দর্শনের প্রতিফলন। কোনও ব্যক্তি আদালতে দোষী প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত তাকে নির্দোষ বলে গণ্য করা হয়। তাই অপ্রয়োজনীয় আটক নয়, বরং ন্যায্য শর্তে জামিন প্রদানই গণতান্ত্রিক বিচারব্যবস্থার মূলনীতি।

বিচারব্যবস্থার লক্ষ্য প্রতিশোধ নয়, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা। সেই কারণেই ভারতীয় আদালত বারবার বলেছেন—
"জামিন হল অধিকার, জেল হল ব্যতিক্রম।

নাম পদবি পরিবর্তন

আমি সোমা দাস, ঠিকানা- গ্রাম: মধ্য বালুড়িয়া, পোঃ নবপল্লী, থানাঃ বারাসাত, জানাচ্ছি যে, আমার স্বামী Pulak Das-এর নাম ভোটার কার্ডে ও আধার কার্ডে ভুলবশতঃ Pulok Das ছাপা হয়েছে। বারাসাত অ্যাডিশনাল চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্ট এফিডেভিটের মাধ্যমে Pulok Das থেকে Pulak Das হল। Pulok Das ও Pulak Das এক ও অভিন্ন ব্যাক্তি।

নতুন মন্ত্রীদের শপথের ছবি

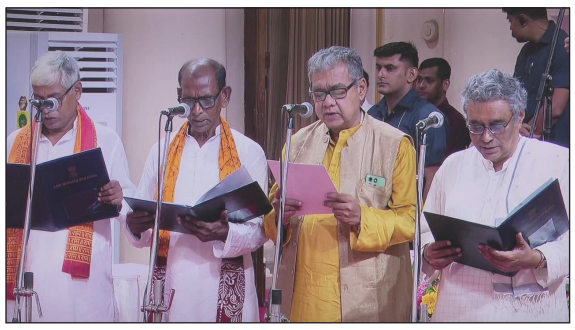

কলকাতা ইউথ কম্পিউটার অ্যাকাডেমির নজরুল জয়ন্তী

জগন্নাথ রায় : ২৪ মে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্মদিন পালন করল শতাব্দীর কলকাতা ফাউন্ডেশন ও কলকাতা ইউথ কম্পিউটার অ্যাকাডেমি। কলকাতা ইউথ কম্পিউটার অ্যাকাডেমির শিক্ষিকা ও ছাত্র-ছাত্রীরা কবির প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পন করে।

ত্রাতার ভূমিকায় তারকনাথ

নিজস্ব সংবাদদাতা: কৃষ্ণনগর উত্তরের বিধায়ক তারকনাথ চট্টোপাধ্যায় ইতিমধ্যে মানুষের ভরসা হয়ে দাঁড়িয়েছেন। কৃষ্ণনগরের সার্বিক উন্নয়ন দেখার পাশাপাশি শক্তিনগর হাসপাতালের দিকেও নজর দিচ্ছেন। হাসপাতালে গিয়ে রোগী এবং ভিতরে খোঁজ খবর নিচ্ছেন। তার উন্নয়নের কাজের মধ্যে রয়েছে জলঙ্গি নদীর সংস্কার ও অঞ্জনা নদীকে পুনর্জীবিত করা। এছাড়াও অন্নপূর্ণা ভান্ডারের আবেদন পত্র নিয়ে একটি সমস্যা তৈরী হয়ে সেই বিষয়টি অতি দ্রুততার সাথে নিস্পত্তি করেন তিনি।

১৪ বছর বয়সী কিশোরীদের সার্ভিক্যাল ক্যান্সার প্রতিরোধের টিকাকরণ

নিজস্ব সংবাদদাতা: সার্ভিক্যাল ক্যান্সার প্রতিরোধে ১৪ বছর বয়সী কিশোরীদের জন্য রাজ্যব্যাপী বিনামূল্যে ভারত সরকার ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যৌথ উদ্যোগে এইচপিভি টিকাকরণ কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক সূচনা হল বারাসত গভঃমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে। শনিবার হাসপাতালের নিউ ওপিডি বিল্ডিংয়ের পেডিয়াট্রিক ওপিডিতে এই অনুষ্ঠানের সূচনা করেন বারাসতের বিধায়ক শঙ্কর চ্যাটার্জী। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন হাসপাতালের এম এস ভিপি ডাঃ অভিজিৎ সাহা,বারাসত গভঃমেন্ট

মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের প্রিন্সিপাল ডাঃ সুহিতা পাল, হাসপাতালের অন্যতম স্টোর ইন-চার্জ তুলসী দাস পাল সহ হাসপাতালের চিকিৎসক, নার্স এবং স্বাস্থ্যকর্মীরা। প্রিন্সিপাল ডঃ সুহিতা পাল বলেন," এইচপিভি টিকা সার্ভিক্যাল ক্যান্সার প্রতিরোধের ক্ষেত্রে অত্যন্ত কার্যকর। সরকারি উদ্যোগে এই টিকা বিনামূল্যে প্রদান করা হচ্ছে, যা জনস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে একটি বড় পদক্ষেপ। আমরা চাই নির্ধারিত বয়সের সমস্ত কিশোরী এই কর্মসূচির আওতায় আসুক এবং ভবিষ্যতে সার্ভিক্যাল ক্যান্সারের ঝুঁকি থেকে সুরক্ষিত থাকুক।"এই কর্মসূচির মাধ্যমে ১৪ বছর বয়সী কিশোরীদের বিনামূল্যে এইচপিভি টিকা প্রদান করা হবে, যা ভবিষ্যতে সার্ভিক্যাল ক্যান্সারের ঝুঁকি উল্লেখযোগ্যভাবে কমাতে সাহায্য করবে। জনস্বাস্থ্য রক্ষায় এই উদ্যোগকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছেন স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা। বিধায়ক শঙ্কর চ্যাটার্জী বলেন "আজকের এই কর্মসূচি নারীস্বাস্থ্য সুরক্ষার ক্ষেত্রে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও যুগান্তকারী পদক্ষেপ। সার্ভিক্যাল ক্যান্সার প্রতিরোধে ১৪ বছরের কিশোরীদের বিনামূল্যে এইচপিভি টিকা প্রদান করার যে উদ্যোগ ভারত সরকার ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার গ্রহণ করেছে, তার জন্য আমি আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই।

স্বত্বাধিকারী অঞ্জনা খাঁ কর্তৃক ১ নং শ্রীনগর, মধ্যমগ্রাম, কলকাতা-৭০০১২৯ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক বিসিপি কম্পিউটারস্, ১/১৩, কে.এন.সি রোড, অশোক মার্কেট-২, বারাসত, কলকাতা-১২৪ হইতে মুদ্রিত।
প্রধান সম্পাদক: সুকুমার মণ্ডল সম্পাদক: সঞ্জীব চাকী

Printed, Published and Owned by Anjana Khan, Published from 1 No. Sreenagar, Madhyamgram, Kolkata- 129 and Printed at BCP Computers, 1/13, K.N.C. Road, Ashok Market-2, Kolkata- 124.
Contact No.: **8583007758** / Whatsapp No.: **9804160667**, E-mail: **shatabdirkolkata2014@gmail.com, website: www.shatabdirkolkata.com/shatabdir-kolkata-news-paper**
Editor in Chief: Sukumar Mandol **Editor: Sanjib Chaki**